দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 FEB 2005
পৃষ্ঠা ~ ১১ কলাম ~ ৬

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ : কিছুকথা

ময়মনসিংহ : একটি পুরনো অপরূপ সুন্দর রাজবাড়িতে (সামনে আকর্ষণীয়) কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হয়

বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ একটিই। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এ ট্রেনিং কলেজটি ময়মনসিংহে অবস্থিত। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আর শিক্ষার মেরুদন্ড শিক্ষক। শিক্ষা ব্যবস্থা যতো উত্তমরূপে পরিকল্পিত হোক, এর বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিক্ষকগণের মানের উর্দ্ধে কিছু আশা করা যায় না। স্যার জন এ্যাডামস তাই শিক্ষকগণকে মানুষ গড়ার কারিগর বলে অভিহিত করেছেন। সেজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষকের বিকল্প নেই। শিক্ষাদানের পদ্ধতি যাতে সহজ এবং সুন্দর হয়। শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ যেন সুখকর হয় সেদিকে খেয়াল রেখেই এ ট্রেনিং কলেজে দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলার সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

পেশাগত দক্ষ শিক্ষক তৈরীর জন্য সরকারীসহ বেসরকারী বেশ কয়েকটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু আছে। আর এর মধ্যে ময়মনসিংহ মহিলা ট্রেনিং কলেজ শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ১৯৫২ইং সালে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটি নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ কলেজ প্রাঙ্গণটি সত্যি মন কেড়ে নেবার মতো। এখানে ভর্তির ব্যাপারে নির্দিষ্ট বয়সসীমা রয়েছে। অর্থাৎ চল্লিশ বছরের উপরে এখানে ভর্তি নেয়া হয় না। বিএ পাস করে বিএড করতে আসে এদের সংখ্যাই এখানে বেশী। এমএ পাস বা দেশের অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং নিতে আসে এদের সংখ্যাও কম নয়। এখানে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা শিক্ষিকাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আসন রয়েছে। প্রতি বৎসর এখান থেকে অনেক প্রশিক্ষণার্থী বেড় হয়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছে।

এ টিচার্স ট্রেনিং কলেজটি একটি প্রাচীন রাজবাড়ি। অধ্যক্ষা, উপাধ্যক্ষার বসার রুমসহ প্রতিটি ক্লাস এ রাজবাড়ির বিভিন্ন কক্ষে হয়ে থাকে। পরে অবশ্য একটি নতুন ভবন তৈরী হয়েছে। এখানেও ক্লাস নেয়া হয়। এ নতুন ভবনটির নীচে চারুকলা বিভাগের একটি বিশাল সুসজ্জিত রুম রয়েছে। অপরূপ এই সুন্দর রাজবাড়ীতে ক্লাস করতে বসলে মনটা মুহূর্তেই অন্যরকম হয়ে যায়। এই কলেজের বাউন্ডারীর মধ্যেই একটি মহিলা হোস্টেল রয়েছে। দশ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের বেড় হয়ে আসতে হয়। আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলে কলেজের কার্যক্রম। পড়াশুনার পাশাপাশি এখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা হয়ে থাকে। বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, রক্তদান কর্মসূচীসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে এখানকার প্রশিক্ষণার্থীরা জড়িত থাকে। এ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ, প্রভাষক, প্রভাষিকাগণ সুনিপুণভাবে শিখিয়ে দেন কি করে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ এখানে মাইক্রো টিচিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীদের লেসন প্ল্যান তৈরী করতে দেয়া হয়। এরা লেসন প্ল্যান তৈরী করলে সেগুলো প্রথমে দেখা হয়। যখন মাইক্রো টিচিং চলতে থাকে তখন টিচার প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন দিক– যেমন এদের কথা বলার ধরন, উপস্থাপন ক্ষমতা, কণ্ঠস্বর, ক্লাসে পাঠের সাথে সংগতি রেখে যথার্থ উপকরণ ব্যবহার হচ্ছে কিনা সবই নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তারপর প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ করে বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। শুরু হয় ফাইনাল প্রাকটিস টিচিং। ফাইনাল টিচিংয়ের মাধ্যমে এ পদ্ধতি শেষ হয়। সহজ, সুন্দর ও অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। প্রশিক্ষণার্থীরা দশ মাসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করে ফিরে যায় ঘরে, কর্মস্থলে। সুন্দর মনোরম পরিবেশ, সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহ-ভালবাসা স্মৃতির পাতায় আটকে থাকে। অবসরে এ স্মৃতি নাড়া দেয় মনের কোণে। "টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা) ময়মনসিংহ" দেশের নারী শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ টিচার্স ট্রেনিং কলেজটি একটি প্রাচীন রাজবাড়ি। অধ্যক্ষা, উপাধ্যক্ষার বসার রুমসহ প্রতিটি ক্লাস এ রাজবাড়ির বিভিন্ন কক্ষে হয়ে থাকে। পরে অবশ্য একটি নতুন ভবন তৈরী হয়েছে। এখানেও ক্লাস নেয়া হয়। এ নতুন ভবনটির নীচে চারুকলা বিভাগের একটি বিশাল সুসজ্জিত রুম রয়েছে। অপরূপ এই সুন্দর রাজবাড়ীতে ক্লাস করতে বসলে মনটা মুহূর্তেই অন্যরকম হয়ে যায়।

❑ হালেহা খানম জুবিলী (প্রাক্তন ছাত্রী)